রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৬, ২০২০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭/২৬ নভেম্বর, ২০২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ মোতাবেক ২৬ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০২০ সনের ২৭ নং আইন

Madrasah Education Ordinance, 1978 রহিতক্রমে সংশোধনসহ পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল এবং ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক, ১৮ ও ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ ও সিভিল আপিল নং ৪৮/২০১১ তে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে সামগ্রিকভাবে অননুমোদনপূর্বক (total disapproval of Martial law) উহাদের বৈধতা প্রদানকারী, যথাক্রমে, সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) এবং সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ ও ৭ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করিবার উদ্যোগ গৃহীত হয় এবং উহার ধারাবাহিকতায় Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) এর অধীন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠিত হয়; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে যুগোপযোগী করিয়া বাংলা ভাষ্যে একটি নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় অথবা প্রসংগের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অধ্যক্ষ"** অর্থ আলিম, ফাযিল বা কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ;

(২) **"আলিম মাদ্রাসা"** অর্থ বোর্ডের অধিভুক্ত এবং আলিম মানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(৩) **"আলিম মান"** অর্থ আলিম কোর্সের মাদ্রাসা শিক্ষা, যাহা উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট কোর্সের সমমান;

(৪) **"ইবতেদায়ি মাদ্রাসা"** অর্থ বোর্ডের অধিভুক্ত এবং ইবতেদায়ি মানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(৫) **"ইবতেদায়ি মান"** অর্থ ইবতেদায়ি কোর্সের মাদ্রাসা শিক্ষা, যাহা পঞ্চম শ্রেণির সমমান;

(৬) **"চেয়ারম্যান"** অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৭) **"তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিনটেনডেন্ট"** অর্থ দাখিল মাদ্রাসার প্রধান;

(৮) **"তহবিল"** অর্থ ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত তহবিল;

(৯) **"দাখিল মাদ্রাসা"** অর্থ বোর্ডের অধিভুক্ত এবং দাখিল মানের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;

(১০) **"দাখিল মান"** অর্থ দাখিল কোর্সের মাদ্রাসা শিক্ষা, যাহা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট কোর্সের সমমান;

(১১) **"পরিচালনা পর্ষদ"** অর্থ ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ;

(১২) **"তপশিল"** অর্থ এই আইনের তপশিল;

(১৩) **"প্রবিধান"** অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১৪) **"বিধি"** অর্থ ধারা ২৮ এর অধীন প্রণীত বিধি;

(১৫) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড;

(১৬) **"মাদ্রাসা"** অর্থ ইসলামি শাস্ত্র শিক্ষা ও চর্চার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, দাখিল মাদ্রাসা এবং আলিম মাদ্রাসাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৭) **"মাদ্রাসা শিক্ষা"** অর্থ ইবতেদায়ি মান, দাখিল মান ও আলিম মান সংক্রান্ত শিক্ষা;

(১৮) **"রেজিস্ট্রার"** অর্থ বোর্ডের রেজিস্ট্রার; এবং

(১৯) **"সদস্য"** অর্থ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৩। **বোর্ড প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত The Madrasah Education Board, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, নামে অভিহিত হইবে এবং ইহা এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **বোর্ডের কার্যালয়**।—বোর্ডের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং বোর্ড, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক ও শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—বোর্ডের সাধারণ প্রশাসনসহ সার্বিক কার্যক্রম চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত হইবে, যাহা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

৬। **পরিচালনা পর্ষদ**।—(১) বোর্ডের একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকিবে এবং নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(গ) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(ঘ) বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মচারী;

(ঙ) পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

(চ) সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের মধ্য হইতে মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) সরকার কর্তৃক সরকারি মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার দুইজন অধ্যক্ষ;

(ঞ) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি মাদ্রাসার দুইজন তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারিনটেনডেন্ট;

(ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট একজন শিক্ষাবিদ;

(ঠ) অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ঢাকা; এবং

(ড) রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (চ), (ছ), (জ), (ঝ), (ঞ) ও (ট) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে কোনো মনোনীত সদস্যের মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবে :

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো মনোনীত সদস্য, যে কোনো সময়, চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

৭। **পরিচালনা পর্ষদের সভা**।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা উহার চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) প্রতি ৩ (তিন) মাসে পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে পরিচালনা পর্ষদ যে কোনো সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৪) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য পরিচালনা পর্ষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভার কোরামের জন্য অন্যূন উহার অর্ধেক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) পরিচালনা পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৮। **সাময়িক শূন্য পদ পূরণ**।—(১) কোনো সদস্যের সদস্য পদ ইস্তফা, মৃত্যু অথবা অন্য কোনো কারণে শূন্য হইলে ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে অন্য কোনো ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট শূন্য পদে মনোনীত অথবা নিযুক্ত হইবেন।

(২) মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও একজন সদস্য তাঁহার পদে বহাল থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মেয়াদের অবসান দ্বারা সৃষ্ট শূন্যতা এই আইনের বিধান অনুযায়ী পূরণ করা না হয়।

৯। **বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি**।—বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) মাদ্রাসা স্থাপন, পাঠদান, স্বীকৃতি ও নবায়নের অনুমতি প্রদান এবং পাঠদান ও স্বীকৃতির অনুমতি স্থগিত, বাতিল ও পুনর্বহাল;

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষা কোর্স নির্ধারণ;

(ঘ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৬২ নং আইন) অনুযায়ী পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উন্নয়ন, নবায়ন, নিরীক্ষণ এবং সংস্কার কার্যক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঙ) বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, ফি নির্ধারণ, ফল প্রকাশ, একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং সনদ প্রদান;

(চ) বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী বদলি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

(ছ) মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নকল্পে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) বোর্ড কর্তৃক মাদ্রাসা পরিদর্শন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ;

(ঝ) বোর্ড কর্তৃক মাদ্রাসার তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঞ) মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি, পদক বা পুরস্কার প্রদান;

(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশি কোনো সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ঠ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো দায়িত্ব পালন।

১০। **মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান।**—(১) বোর্ড মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত স্বীকৃতি প্রদানের পদ্ধতি, ফি, স্বীকৃতি স্থগিত বা বাতিল, স্বীকৃতি স্থগিত বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে, তবে বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী এতদ্‌সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।

১১। **পরিদর্শন।**—(১) বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো মাদ্রাসা বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোনো পরীক্ষা পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। **জবাবদিহিতা।**—(১) বোর্ড উহার কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের নিকট দায়ী থাকিবে।

(২) সরকার, বোর্ডের যে কোনো বিষয় পরিদর্শন বা তদন্ত করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত পরিদর্শন বা তদন্তের পর সরকার তদনুযায়ী বোর্ডকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্তরূপে কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হইলে বোর্ড উহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) সরকার, জনস্বার্থে, লিখিত আদেশ দ্বারা পরিচালনা পর্ষদের কোনো কার্যক্রম বা কোনো কমিটি বাতিল করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আদেশ প্রদানের পূর্বে সরকার, কেন উক্ত আদেশ প্রদান করা হইবে না, তৎমর্মে কারণ দর্শাইবার জন্য চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদ বা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে তলব করিবে।

১৩। **চেয়ারম্যান নিয়োগ।**—(১) বোর্ডের একজন চেয়ারম্যান থাকিবেন।

(২) চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরির মেয়াদ ও শর্তাবলি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যানের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্যপদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, বোর্ডের রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রারের অবর্তমানে অন্য কোনো বিভাগীয় প্রধান সাময়িকভাবে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) চেয়ারম্যান বোর্ডের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি—

(ক) বোর্ডের কার্যাবলি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) বোর্ডের হিসাবরক্ষণ, হিসাব বিবরণী প্রণয়ন ও হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন; এবং

(গ) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চেয়ারম্যান জরুরি প্রয়োজনে, যেকোনো কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে গৃহীত কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য তৎপরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান, বোর্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনে, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য, শ্রমিক নিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৫। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) বোর্ড, উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **কমিটি গঠন**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বোর্ডের নিম্নবর্ণিত কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক) একাডেমিক কমিটি;

(খ) ইবতেদায়ি পাঠক্রম কমিটি;

(গ) দাখিল পাঠক্রম কমিটি;

(ঘ) আলিম পাঠক্রম কমিটি;

(ঙ) অর্থ কমিটি;

(চ) অডিট কমিটি;

(ছ) বিধি প্রণয়ন কমিটি;

(জ) প্রবিধান প্রণয়ন কমিটি;

(ঝ) বাছাই কমিটি;

(ঞ) আপিল ও সালিশ কমিটি;

(ট) পরীক্ষা ও সক্ষমতা যাচাই কমিটি;

(ঠ) নাম ও বয়স শুদ্ধকরণ কমিটি;

(ড) স্বীকৃতি প্রদান কমিটি;

(ঢ) কেন্দ্র কমিটি;

(ণ) শৃঙ্খলা কমিটি; এবং

(ত) গবেষণা কমিটি।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৭। **পরামর্শক নিয়োগ**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয় এইরূপ কোনো কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বোর্ড, প্রয়োজনে, পরামর্শক বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকের দায়িত্ব ও তাহাদের নিয়োগের শর্তাবলি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আর্থিক বিষয়াবলি

১৮। **তহবিল**।—(১) বোর্ডের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(গ) এই আইনের অধীন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়;

(ঙ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে বিদেশি সরকার বা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান; এবং

(ছ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে কোনো তপশিলি ব্যাংকে বোর্ডের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীন বোর্ডের কার্যাবলি সম্পাদন এবং চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রারসহ কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারায় উল্লিখিত 'তপশিলি ব্যাংক' বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article (2)(j)-তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

১৯। **বাজেট**।—বোর্ড সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

২০। **হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা**।—(১) বোর্ড যথাযথভাবে উহার হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহাহিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর বোর্ডের হিসাব-নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হিসাব নিরীক্ষা ব্যতিরেকেও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b)-তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত Chartered Accountant পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) বোর্ডের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant বোর্ডের সকল রেকর্ড, দলিল, বার্ষিক ব্যালেন্স শিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার, তহবিল বা অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার বা কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

২১। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) বোর্ড প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে ৩১ জুলাই এর মধ্যে উক্ত বৎসরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, বোর্ডের নিকট হইতে যে কোনো সময় যে কোনো বিবরণী, হিসাব, পরিসংখ্যান এবং বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত তথ্য বা উক্তরূপ যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন যাচাই করিতে পারিবে এবং বোর্ড উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিবিধ

২২। **জনসেবক**।—চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার এবং বোর্ডের কর্মচারীগণ Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 21 এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক (Public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৩। **অবসর গ্রহণের বয়স**।—আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ডের স্থায়ী কর্মচারীগণের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ (ষাট) বৎসর।

২৪। **বোর্ডের সহিত চুক্তি করিতে সদস্যদের বাধা**।—বোর্ডের কোনো চুক্তির সহিত সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে কোনো সদস্য জড়িত হইতে পারিবেন না।

২৫। **বোর্ডের বিষয়াবলিতে আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিদের পরিচালনা পর্ষদ কমিটির সদস্য হইবার ক্ষেত্রে বাধা**।—বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অথবা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কোনো পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কোনো পুস্তকে যাহার আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে অথবা এইরূপ কোনো পুস্তকের প্রকাশক, সংগ্রাহক অথবা সরবরাহকারী অথবা এই জাতীয় কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে আর্থিক স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি পরিচালনা পর্ষদ অথবা এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কোনো কমিটির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন না এবং এইরূপ স্বার্থ লাভের পর আর সদস্য হিসাবে কার্য করিতে পারিবেন না।

২৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—পরিচালনা পর্ষদ প্রয়োজনে, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে, যদি থাকে, এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার বা কোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৭। **মাদ্রাসা শিক্ষার ধরন, মেয়াদ, মান ও বিষয় নির্ধারণ**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মাদ্রাসা শিক্ষার ধরন, মেয়াদ, মান ও বিষয় তপশিল-২ অনুযায়ী হইবে।

২৮। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বোর্ড, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে; যথা :—

(ক) পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণ, পরীক্ষার ফি নির্ধারণ, সনদ প্রদান ও প্রত্যাহার;

(খ) পাঠ্যক্রম ও কোর্স প্রণয়ন;

(গ) বোর্ডের সকল পরীক্ষা পরিচালনা;

(ঘ) বোর্ডের কর্মচারীগণের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(ঙ) বোর্ড ও কমিটির সভা পরিচালনা;

(চ) মাদ্রাসা পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান;

(ছ) মাদ্রাসার শিক্ষকগণের চাকুরির শর্তাবলি ও আচরণবিধি;

(জ) মাদ্রাসার শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা বা সালিশ সংক্রান্ত বিধান;

(ঝ) পরিদর্শন পদ্ধতি ও ধরন;

(ঞ) বোর্ডের রেজিস্ট্রারসহ অন্যান্য কর্মচারীগণের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি ও আচরণ বিধি; এবং

(ট) বোর্ড ও কমিটির সভায় যোগদানের জন্য সদস্যগণের ভ্রমণভাতা ও সম্মানি।

(৩) তপশিল-১ এ সংযোজিত প্রবিধানসমূহ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং বোর্ড, উপধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, উক্ত প্রবিধান সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে।

৩০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX 1978), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন উক্ত রহিতকরণ সত্ত্বেও—

(ক) এই আইনের অধীন পরিচালনা পর্ষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত Ordinance এর অধীন গঠিত Board, অতঃপর উক্ত Board বলিয়া উল্লিখিত, এর পরিচালনা পর্ষদ এই আইনের অধীন গঠিত পরিচালনা পর্ষদ বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে।

(৩) উক্ত Ordinance রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উক্ত Ordinance এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Board এর—

(ক) সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ও তহবিল, অর্থের বিনিয়োগ, অন্য সকল দাবি বা অধিকার, প্রাপ্ত সুবিধাদি, এইরূপ বিষয় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বা উহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় অধিকার, মেধাস্বত্ব ও স্বার্থ এবং সকল হিসাব বহি, রেজিস্টার, রেকর্ডপত্র এবং এতদসংক্রান্ত অন্য সকল দলিল-দস্তাবেজ বোর্ডের উপর ন্যস্ত ও স্থানান্তরিত হইবে;

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি, বোর্ডের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা বোর্ডের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) কৃত কোনো কার্য, প্রদত্ত কোনো স্বীকৃতি বা সার্টিফিকেট, ইস্যুকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত, প্রদত্ত, ইস্যুকৃত গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(ঙ) সকল কর্মচারী বোর্ডের কর্মচারী হইবেন এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকুরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে বোর্ডের চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিবেন।

৩১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

"তপশিল-১

[ধারা ২৯ দ্রষ্টব্য]

প্রবিধান

১। **চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) বোর্ড বা এই আইনের অধীনে গঠিত কোনো কমিটির সিদ্ধান্ত বা আদেশ চেয়ারম্যান তাঁহার সুপারিশসহ সরকারের নিকট সরকার যেইভাবে সঙ্গত মনে করিবে সেইভাবে আদেশের জন্য অগ্রায়ন করিতে পারিবেন এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশের প্রেক্ষিতে সরকারের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান বোর্ডের এইরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ বাস্তবায়ন স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(২) বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ যাহাতে তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন, তাহা নিশ্চিত করিতে চেয়ারম্যান সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং বিশেষভাবে তিনি—

(ক) বোর্ডের কর্মকর্তাদের আচরণ, চরিত্র ও দক্ষতা সম্পর্কে গোপনীয় অনুবেদন প্রণয়ন করিবেন;

(খ) বোর্ডের যে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি বিবেচনা করিলে তিনি বোর্ডের নিকট তাহা সুপারিশ করিবেন;

(গ) বোর্ডের কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন বিবেচিত হইলে বোর্ডের নিকট আপিল সাপেক্ষে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বোর্ডের কর্মকর্তা ও সদস্যদের (নিজের বিলসহ) এবং এই আইনের অধীনে নিযুক্ত কমিটির সদস্যদের ভ্রমণভাতা বিলে প্রতিস্বাক্ষর করিবেন।

(৪) এই আইনের বিধানসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অধিভুক্ত কোনো মাদ্রাসা বা অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিয়াছে এমন মাদ্রাসার বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান পরিদর্শন করিতে অথবা বোর্ডের কোনো কর্মকর্তা অথবা তিনি যাহাকে উপযুক্ত মনে করেন এমন ব্যক্তি দ্বারা পরিদর্শন করাইতে ক্ষমতা লাভ করিবেন এবং একইভাবে বোর্ড সংক্রান্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করাইতে পারিবেন।

(৫) চেয়ারম্যান বোর্ডের পরীক্ষা উপলক্ষে প্রশ্নপত্র প্রণেতা, প্রশ্নপত্র পরিমার্জনকারী, অনুবাদক, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, সহকারী প্রধান পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং ফল বিন্যাসকারকদের পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া নিয়োগ করিবেন।

(৬) এই আইন ও প্রবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নহে এমন কোনো বিষয়ে চেয়ারম্যান প্রয়োজন মনে করিলে লিখিত আদেশের মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকর্তাগণকে তাঁহার কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

২। **রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**—(১) রেজিস্ট্রার চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং চেয়ারম্যানের আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন।

(২) রেজিস্ট্রার নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন। যেমন—

(ক) বোর্ডের তহবিল যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ধার্য করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইতেছে, এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) তিনি বার্ষিক হিসাব ও বাজেট বিবরণী প্রস্তুত করাইবেন এবং বোর্ডের অনুমোদনের জন্য তাহা পেশ করিবেন;

(গ) তিনি চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে পরিচালনা পর্ষদ ও কমিটির সকল সভা আহ্বান করিবেন। পরিচালনা পর্ষদ অথবা কমিটির সভার আলোচ্যসূচি প্রণয়নের সময় এই উপলক্ষে চেয়ারম্যানের নির্দেশ কার্যকর করিবেন এবং চেয়ারম্যানের পূর্ব-অনুমতি ব্যতিরেকে আলোচ্যসূচিতে কোনো বিষয় স্থান পাইবে না বা সভায় বিবেচনা করা যাইবে না;

(ঘ) তিনি চেয়ারম্যানের কর্তৃত্বাধীন পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত পত্রযোগাযোগ ব্যতীত বোর্ডের সকল দাপ্তরিক পত্রযোগাযোগ করিবেন এবং পরিচালনা পর্ষদ ও কমিটিসমূহের সভার সিদ্ধান্ত রেকর্ড রাখিবেন এবং কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বোর্ডকে প্রদেয় সকল ফিস ও পাওনা এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ বোর্ডের অনুমোদিত কোনো তফসিলি ব্যাংকে বোর্ডের হিসাবে তাৎক্ষণিক জমা করিবেন;

(চ) তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ব্যয়ন কর্মকর্তা হইবেন এবং তিনি সঠিকভাবে কর্তন ও আদায়ের জন্য দায়ী থাকিবেন এবং নিশ্চিত হইবেন যে, এইরূপ অর্থ মাদ্রাসা শিক্ষা তহবিলের সঠিক হিসাবের খাতে জমা হইয়াছে;

(ছ) তিনি আয়ন কর্মকর্তা হিসাবে চেয়ারম্যানের সাথে যৌথভাবে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ঊর্ধ্বের সকল চেকে স্বাক্ষর করিবেন এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ও তাঁহার নিচের সকল চেকে রেজিস্ট্রার এককভাবে স্বাক্ষর করিবেন;

(জ) তিনি বোর্ডের ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকার স্থায়ী অগ্রিম অর্থের সংরক্ষক হইবেন এবং এককভাবে অনূর্ধ্ব ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত সাধারণ ব্যয় করিতে পারিবেন এবং যে কোনো অস্বাভাবিক ব্যয় এবং ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার ঊর্ধ্বে যে কোনো অর্থ ব্যয়ের পূর্বে চেয়ারম্যানের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) অনুচ্ছেদ (জ)-তে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে তিনি সকল আনুষঙ্গিক ও অন্যান্য বিলের অর্থ উত্তোলন ও বিতরণ করিবেন;

(ঞ) তিনি বোর্ডের কর্মচারীদের ভ্রমণভাতা বিলের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা হইবেন;

(ট) তিনি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত অন্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এই প্রবিধানের পরিপন্থি কোনো কিছু থাকা সত্ত্বেও পরিচালনা পর্ষদ অন্য কোনো কর্মকর্তা ও কর্মকর্তাগণকে সময়ে সময়ে রেজিস্ট্রারের কোনো কোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

৩। **পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীনে বোর্ডের পরীক্ষা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন এবং বোর্ডের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠান ও পরিচালনার সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থগ্রহণ করিবেন;

(২) বিশেষ করিয়া পূর্বের বিধানের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত ক্ষমতা ভোগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন; যেমন :—

(ক) তিনি বোর্ডের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার দাখিলা ফরম গ্রহণ করিবেন এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় পত্র যোগাযোগ করিবেন এবং প্রবিধান মোতাবেক সকল দলিলপত্র জারি করিবেন;

(খ) তিনি—

(অ) যথাসময় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, অনুবাদ, পরিশোধন, মুদ্রণ ও সকল স্তরে এইগুলির নিরাপদ সংরক্ষণ এবং বিষয়বস্তুর গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন;

(আ) সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে যথাসময়ে সঠিকভাবে প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার মালামাল বিতরণ করিবেন;

(ই) সকল কেন্দ্র হইতে সকল উত্তরপত্র, পরীক্ষার অবশিষ্ট মালামাল, লিখিত কাগজপত্র ও অন্যান্য দলিলাদি সংগ্রহ করিবেন;

(ঈ) পরীক্ষকগণের সভা অনুষ্ঠান, উত্তরপত্র পরীক্ষকগণের নিকট বিতরণ এবং পরীক্ষকগণের নিকট হইতে পরীক্ষিত উত্তরপত্র ও নম্বরফর্দ সংগ্রহ করিবেন;

(উ) পরীক্ষিত উত্তরপত্রগুলি প্রধান পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণ, তাঁহাদের নিকট হইতে নম্বরপত্র সংগ্রহ এবং তাহা সংশ্লিষ্ট ফল বিন্যাসকারীদের নিকট প্রেরণ করিবেন;

(ঊ) ফল বিন্যাসকারীদের নিকট হইতে বিন্যস্ত ফলাফল গ্রহণ করিবেন;

(এ) যথাসময় ফলাফল প্রকাশ করিবেন;

(ঐ) উত্তীর্ণ প্রার্থীগণকে যথাসময়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন।

(গ) তিনি দাখিল ও আলিম পরীক্ষার সকল সনদ স্বাক্ষর করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অথবা সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে সনদে স্বাক্ষর প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন;

(ঘ) তিনি বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যসমূহের কঠোর গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবেন;

(ঙ) তিনি নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা কমিটির সুপারিশ চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিবেন :

(অ) নতুন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরীক্ষা কেন্দ্রকে বাতিলকরণসহ পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন; এবং

(আ) অন্যান্য সকল বিষয় যাহা তিনি প্রয়োজন মনে করেন এবং যে বিষয় সম্পর্কে চেয়ারম্যান তাঁহাকে দায়িত্ব প্রদান করেন;

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁহার উপর অর্পিত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ছ) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন জনিত ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পূর্ণ প্রতিবেদনসহ তিনি চেয়ারম্যানের গোচরীভূত করিবেন;

(জ) কোনো সভার আলোচ্যসূচিতে বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তিনি সেই সকল সভায় যোগদান করিবেন।

৪। **একাডেমিক কমিটির গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—(১) একাডেমিক কমিটি নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে—

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) রেজিস্ট্রার—পদাধিকারবলে;

(গ) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর—পদাধিকারবলে;

(ঘ) মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর অথবা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি;

(ঙ) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড অথবা তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি;

(চ) এই আইনের ৬ ধারার (ছ) উপ-ধারার মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন—পদাধিকারবলে;

(ছ) এই আইনের ৬ ধারার (জ) উপ-ধারার মতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন—পদাধিকারবলে;

(জ) বেসরকারি মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ০২(দুই) জন;

(ঝ) শিক্ষক প্রশিক্ষক অন্তর্ভুক্তিপূর্বক সরকার কর্তৃক মনোনীত ০৩(তিন) জন বিশেষজ্ঞ;

(ঞ) প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, সদস্য-সচিব—পদাধিকারবলে;

(২) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত একাডেমিক কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ০২(দুই) বছর সময়ের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৩) একাডেমিক কমিটির সভা অনুষ্ঠানের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(৪) একাডেমিক কমিটির শিক্ষা ও পরীক্ষার মান বজায় রাখিবার নিমিত্তে সাধারণ নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) উপ-প্রবিধান ৫ এর বিধান ক্ষুণ্ন না করিয়া একাডেমিক কমিটি নিম্নলিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালন করিবে; যথা:

(ক) শিক্ষাদান ও পরীক্ষার মান বজায় রাখা;

(খ) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যসূচি কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করা;

(গ) শিক্ষকবৃন্দ ও পরীক্ষকগণের যোগ্যতার বিষয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দান করিবে;

(ঘ) বোর্ডকে নিম্নলিখিত বিষয়সহ সকল একাডেমিক বিষয়ে পরামর্শ দান করা;

(অ) পরীক্ষার জন্য পঠিতব্য বিষয়সমূহের সাধারণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(আ) পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য বিষয়ের সংখ্যা নির্ধারণ;

(ই) স্তর ও শ্রেণিভিত্তিক বিষয়সমূহের নম্বর বণ্টন; এবং

(ঈ) পরীক্ষা পাস এবং কোনো বিশেষ বিভাগে পাসের জন্য শর্তাবলি নির্ধারণ করা।

৫। **কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির গঠন ও কার্যাবলি।**—(১) বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাধারার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয় বা বিষয় সমষ্টির জন্য একটি করিয়া কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটি থাকিবে এবং এইরূপ প্রতিটি কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে:

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) রেজিস্ট্রার—পদাধিকারবলে;

(গ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত আলিম স্তরে পাঠদানকারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দুইজন অভিজ্ঞ শিক্ষক;

(ঘ) একাডেমিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত দাখিল স্তরে পাঠদানকারী দুইজন শিক্ষক;

(ঙ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত মাদ্রাসা শিক্ষায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দুইজন ব্যক্তি;

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ;

(ছ) প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, সদস্য-সচিব—পদাধিকারবলে :

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া না যায় বোর্ডের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারিবেন যাহা ০৯ (নয়) হইতে কম হইতে পারে এবং যাহারা শিক্ষক নহেন অথচ যোগ্য এমন ব্যক্তিদেরকেও তিনি কোনো বিশেষ বিষয়ের কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনয়নের অনুমতি দিতে পারিবেন।

(২) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্যগণ ব্যতীত কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ০২ (দুই) বছর মেয়াদকাল বহাল থাকিবেন।

(৩) কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বিষয় সমষ্টির শিক্ষা সংক্রান্ত দিক বিবেচনা করিবে এবং একাডেমিক কমিটির নিকট শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক এবং বিষয় বা বিষয় সমষ্টির সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা পাশের জন্য পূরণীয় শর্তাবলি সম্পর্কে সুপারিশ করিবে।

(৪) কারিকুলা এন্ড কোর্সেস অব স্টাডিজ কমিটির সভার কোরামের জন্য ০৫ (পাঁচ) জন সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৬। **অর্থ কমিটির গঠন ও কার্যাবলি।**—(১) অর্থ কমিটি নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে :

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-পরিচালক (অর্থ), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর—পদাধিকারবলে;

(গ) পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(ঙ) রেজিস্ট্রার, সদস্য-সচিব—পদাধিকারবলে।

(২) অর্থ কমিটির সভার কোরামের জন্য ০৩ (তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৩) অর্থ কমিটির নিম্নলিখিত ক্ষমতা থাকিবে :

(ক) বোর্ডের বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা এবং প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন;

(খ) প্রাক্কলিত ও বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজন অনুসারে উপযোজনের মাধ্যমে এক খাত হইতে অন্য খাতে স্থানান্তরের সুপারিশ করা;

(গ) বাজেটে প্রাক্কলনের ব্যবস্থা করা হয় নাই এমন বিশেষ ধরনের খরচের জন্য বা বিশেষ পরিদর্শক বা বিশেষজ্ঞের ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ ভাতার বিশেষ হারের সুপারিশ করা;

(ঘ) মাঝে মাঝে পরিচালনা পর্ষদের আর্থিক পরিস্থিতি পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং ইহার আর্থিক উন্নতির জন্য পরিচালনা পষদের নিকট সুপারিশ করা;

(ঙ) সময় সময় বোর্ডের হিসাবের তদারকি করা এবং প্রয়োজনে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করা;

(চ) প্রবিধান অনুসারে বোর্ডের বাজেট প্রস্তুত এবং হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

(ছ) আর্থিক বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানসমূহে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংযোজনের সুপারিশ করা;

(জ) নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিবেচনায় নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সুপারিশ করা;

(ঝ) চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত কোনো বিষয় বিবেচনাপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সুপারিশ করা;

(৪) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত অর্থ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বছর।

৭। বাছাই কমিটির গঠন ও কার্যাবলী।—(১) বাছাই কমিটি নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে :

(ক) চেয়ারম্যান, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;

(গ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন), মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর—পদাধিকারবলে;

(ঘ) সরকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য; এবং

(ঙ) এই আইনের ৬ ধারার (চ) উপধারার অধীনে সরকার কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান—পদাধিকারবলে;

(চ) রেজিস্ট্রার, সদস্য-সচিব—পদাধিকারবলে।

(২) বাছাই কমিটি বোর্ডের গ্রেড-১২ এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা নিয়োগ অথবা পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করিবে।

(৩) বাছাই কমিটির সভার কোরামের জন্য চার জন সদস্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

(৪) পদাধিকারবলে নিযুক্ত সদস্য ব্যতীত বাছাই কমিটির অন্যান্য সদস্যগণের কার্যকালের মেয়াদ হইবে ০২ (দুই) বছর।

(৫) এই প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে চেয়ারম্যান উপধারা-২ ব্যতীত যে সকল কর্মচারীর নিয়োগকর্তা তাঁহাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানের জন্য বোর্ডের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নূন্যপক্ষে ০৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি বাছাই কমিটি চেয়ারম্যান গঠন করিতে পারিবেন।

৮। **উপ-কমিটি ইত্যাদি নিয়োগ**।—(১) পরিচালনা পর্ষদ যে কোনো কমিটি যে কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য যেইরূপ উপযুক্ত মনে করে সেইরূপ উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো সদস্য হওয়ার কারণে উহার অধীনস্থ কোনো উপ-কমিটির সদস্য হইয়া থাকিলে, ঐ কমিটির সদস্যপদ হারাইলে তিনি অধীনস্থ উপ-কমিটিরও সদস্যপদ হারাইবেন।

৯। **মাদ্রাসার অধিভুক্তি ইত্যাদি**।—(১) স্বীকৃতির শর্তাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে মর্মে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর হইতে সন্তোষজনক প্রতিবেদনপ্রাপ্ত হইলে বোর্ড বিবেচ্য ইবতেদায়ী মাদ্রাসা, দাখিল মাদ্রাসা এবং আলিম মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রদান করিবে এবং বোর্ড প্রয়োজন বোধ করিলে নিজস্ব কর্মকর্তা কিংবা চেয়ারম্যান কর্তৃক নিযুক্ত একজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা অথবা উভয়ের সমন্বয়ে এইরূপ মাদ্রাসার যৌথ তদন্ত সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ডের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত ইবতেদায়ী ও দাখিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণি চালু করিতে পারিবে না।

(৩) কোনো মাদ্রাসা অধিভুক্তি বা উচ্চতর মান বা নতুন বিষয় বা বিভাগ প্রবর্তনের অনুমতির জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূরণে ব্যর্থ হইয়াছে মর্মে সন্তোষজনক তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে বোর্ড সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার অধিভুক্তি অথবা বর্ণিত অনুমতি বাতিল এবং ইতোমধ্যে প্রদত্ত অনুমতি প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

তপশিল-২
[ধারা ২৭ দ্রষ্টব্য]
মাদ্রাসা শিক্ষার ধরন, মেয়াদ, মান ও বিষয়

ক্রমিক নং	ধরন	মেয়াদ	মান	বিষয়সমূহ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	ইবতেদায়ী (প্রথম শ্রেণি—পঞ্চম শ্রেণি)	৫ (পাঁচ) বৎসর	প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেটের সমমান	**আবশ্যিক বিষয়:** কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি প্রথম পত্র, আরবি দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বিজ্ঞান।
২।	জুনিয়র দাখিল (ষষ্ঠ শ্রেণি—অষ্টম শ্রেণি)	৩ (তিন) বৎসর	নিম্ন মাধ্যমিক/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেটের সমমান	**আবশ্যিক বিষয়:** কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি প্রথম পত্র, আরবি দ্বিতীয় পত্র, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। **ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিষয় :** কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, উর্দু, ফার্সি।
৩।	দাখিল (নবম শ্রেণি—দশম শ্রেণি) (সাধারণ বিভাগ/ বিজ্ঞান বিভাগ/মুজাব্বিদ বিভাগ/হিফজুল কুরআন)	২ (দুই) বৎসর	মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটের সমমান	**সাধারণ বিভাগের বিষয়সমূহ :** আবশ্যিক বিষয় : কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইসলামের ইতিহাস, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। **ধারাবাহিক মূল্যায়ন :** ক্যারিয়ার শিক্ষা, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও খেলাধুলা।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				ঐচ্ছিক বিষয় : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পৌরনীতি ও নাগরিকতা, মানতিক, উর্দু, ফার্সি।
				বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়সমূহ: **আবশ্যিক বিষয় :** কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত। **ঐচ্ছিক বিষয় :** জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, কৃষি শিক্ষা, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়। **মুজাব্বিদ বিভাগের বিষয়সমূহ :** **আবশ্যিক বিষয় :** কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তাজবিদ নসর ও নজম, কিরাআতে তারতীল ও হাদর (মৌখিক), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। **ধারাবাহিক মূল্যায়ন :** ক্যারিয়ার শিক্ষা। **ঐচ্ছিক বিষয় :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, কৃষি শিক্ষা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু, ফার্সি।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				হিফজুল কুরআন বিভাগের বিষয়সমূহ : **আবশ্যিক বিষয় :** কুরআন মাজিদ ও তাজবিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, তাজবিদ (লিখিত ৭৫ ও মৌখিক ২৫), হিফজুল কুরআন দাওর (মৌখিক), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
				ধারাবাহিক মূল্যায়ন : ক্যারিয়ার শিক্ষা। **ঐচ্ছিক বিষয় :** বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, কৃষি শিক্ষা গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, মানতিক, উর্দু, ফার্সি।
৪।	আলিম (একাদশ শ্রেণি—দ্বাদশ শ্রেণি) (সাধারণ বিভাগ/বিজ্ঞান বিভাগ/ মুজাব্বিদ মাহির বিভাগ)	২ (দুই) বৎসর	উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেটের সমমান	**সাধারণ বিভাগের বিষয়সমূহ :** **আবশ্যিক বিষয়:** কুরআন মাজিদ, হাদিস ও উসূলুল হাদিস, আল ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, বালাগাত ও মানতিক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। **অতিরিক্ত বিষয়:** পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, উর্দু, ফার্সি। **বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়সমূহ:** **আবশ্যিক বিষয় :** কুরআন মাজিদ, হাদিস ও উসূলুল হাদিস, আল ফিকহ, আরবি সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন।

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				নৈর্বাচনিক বিষয় : জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত। **অতিরিক্ত বিষয় :** জীববিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত, আরবি, ফিকহ। **মুজাব্বিদ মাহির বিভাগের বিষয়সমূহ :** **আবশ্যিক বিষয়সমূহ :** কুরআন মাজিদ, হাদিস ও উসূলুল হাদিস, আল ফিকহ, আরবি সাহিত্য, বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তাজবিদ, কিরআতে তারতীল, কিরআতে হাদর। **অতিরিক্ত বিষয় :** পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, উর্দু, ফার্সি, আরবি, ফিকহ।

ড. জাফর আহমেদ খান
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd